সরকারি খাতসমূহের জবাবদিহিতা

স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিচার পাওয়ার অধিকার

[illegible]

[illegible]

সরকারি সেবার মানযাচাই

([illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তথ্য অধিকার আইন

[illegible]

দক্ষতা উন্নয়ন

[illegible]

এডভোকেসি

[illegible]

- পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন
- হিন্দু বিবাহ আইন
- শ্রম আইন
- [illegible] নীতি ২০১০
- শিশু [illegible] আইন ২০১২

আগামী পাঁচ বছরে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

[illegible]

[illegible]

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি [illegible], রোড [illegible], গুলশান ২, ঢাকা [illegible], বাংলাদেশ
ফোন : [illegible]
ফ্যাক্স : [illegible]
ইমেইল : info@manusher.org
ওয়েব : www.manusher.org

[illegible]

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

পরিবর্তনের পথে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এমজেএফ বৃহত্তর পরিসরে ৪টি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে

১. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা : এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ৩১টি সহযোগী সংগঠনকে সাথে নিয়ে কাজ করছে সমতল আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, হরিজন, হিজড়া, বাওয়ালি, মাওয়ালি, মৌয়ালী, চরবাসী, জেলেসহ ভূমিহীন কৃষক নিয়ে।

২. শ্রমজীবি শিশু ও অসহায় শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ : ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের মুক্ত করে স্কুলে পাঠানো, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে ঝুঁকিহীন কাজে নিয়োগ এবং শিশু [illegible] পরিবর্তনের উদ্যোগ। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে শ্রমিকদের পাওনা আদায়ের প্রদান, পাওনা ছুটি আদায়, কাজের স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

৩. নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ : এই কর্মসূচির আওতায় কাজ করছে পারিবারিক রোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর অধিকারসহ নারীর বিরুদ্ধে সকলপ্রকার সহিংসতা [illegible]।

৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা : দুর্নীতি সংক্রান্ত [illegible], দুর্নীতি প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ব্যবস্থা ও ভূমিতে জনগণের অধিকার আদায়ে কাজ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা

এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ১৩ টি সংগঠনকে সাথে নিয়ে কাজ করছে পার্বত্য এলাকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য। এছাড়াও কাজ করছে পুরনো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন সমতল আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, হরিজন, হিজড়া, বাওয়ালি, মাওয়ালি, মৌয়ালী, চরবাসী, জেলেসহ ভূমিহীন কৃষক নিয়ে। মূল লক্ষ্য এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণের সময় যেন সেসবে তাদের কথা পৌঁছায়। সর্বোপরি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেন কৌশল নির্ধারণে মাধ্যমে সেবা ও সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে, সেটিসহ সমাজের কাছে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে তোলা।

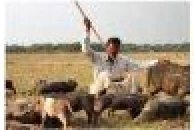

দলিত/হরিজনদের জন্য কোটা ও বিশেষ বরাদ্দ

দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সমাজের [illegible] পর্যায়ে [illegible] প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারি চাকরিতে ও শিক্ষাক্ষেত্রে দলিতদের জন্য চালু হয়েছে বিশেষ কোটা ব্যবস্থা। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী কর্মসূচিতে রয়েছে বিশেষ বরাদ্দ। এমজেএফের দাবী সরকার [illegible] দলিতদের নিয়োগের জন্য ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া এমজেএফ ও দলিতদের বিভিন্ন সংগঠনের এডভোকেসীর ফলে দলিত ও হরিজন ছাত্রদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ১ ভাগ কোটা চালু হয়েছে। সার্বিকভাবে দলিত জনগোষ্ঠীর ৪৫৫৯৭ জন সরকারী ও বেসরকারী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে।

পাহাড়ে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

এমজেএফ পাশাপাশি কাজ করছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। পার্বত্য এলাকার প্রায় ৩,৫০,০০০ মানুষের দোরগোড়ায় বিভিন্ন সুবিধাদি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এই ১০ বছরে। সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় পাহাড়ের প্রান্তিক আদিবাসীদের জন্য কৃষি উৎপাদন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসল উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়োজিত করার মাধ্যমে বাজার সংযোগ সুবিধাদানসহ সরাসরি পৌঁছানো গেছে। তাছাড়া প্রায় ১৩০০০ জন সরকারী অনুদানসহ ৫৫টি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে একটি বিশেষ পাঠ্যক্রমের সাথে সহায়তা পেয়েছে। তাছাড়া এলাকার আদিবাসী শিশুদের জন্য মুখ্য মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে এমজেএফ। এর আওতায় প্রায় ৩০০টিরও বেশি স্কুলের সহায়তা দিয়েছে এবং প্রায় ১১ হাজার পাহাড়ি শিশু তাদের মাতৃভাষায় এবং একই সাথে বাংলাভাষাতেও শিক্ষাগ্রহণ করছে।

ভূমিহীনদের জন্য খাসজমি বরাদ্দ

এমজেএফ খাসজমি ও জলমহালের উপর দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, বন্দোবস্তী জমি উদ্ধারে মামলা করতে সুবিধা প্রদান, দখলীস্বত্ব জমি উদ্ধারে সহায়তা প্রদান এবং ভূমির উন্নয়নের জন্য সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। ১০ বছরে ১২,৫৮০ জন ভূমিহীন মানুষ ১০ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৫০ একর খাস জমি পেয়েছেন। এর আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩,১২৬,৪৫৪,৫০০ টাকা। প্রায় ৫৩৬টি সমবায় আদিবাসী পরিবার তাদের বসত ভিটা এবং জোর করে বেদখল হওয়া ৫২৪ একর জমি উদ্ধার করেছে। এই জমি বাবদ মোট মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩২,৫২৬,৫০০ টাকা। (প্রায়)

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সুবিধা

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ছিলনা। এমজেএফ এবং এর সহযোগী সংগঠনের কৌশলগত পরিকল্পনা ও চাপের কারণে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্ধারণীয় পর্যায়ে গুরুত্ব পেয়েছে এবং প্রতিবন্ধীরা সরকারের স্বাস্থ্য সুবিধা এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এসেছে।

শিক্ষা ও ইশারা ভাষা গ্রহণ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শীর্ষ ১২ বছর পরে কাজ করার জন্য সহযোগী সংগঠনগুলোর সোচ্চারিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি খসড়া আইন তৈরি করতে পেরেছে। সেখানে সরকারি চাকুরীতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষিত চালু করেছে।

শ্রমজীবি শিশু ও অসহায় শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশু নয়

শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ কাজের আয়োজন করে দিয়ে গত ১০ বছরে এমজেএফ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত ৫৫ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে। এছাড়াও সরাসরি ৪০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিক সাক্ষরতা ও নিরাপদ কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে ২০,৫৫৩টি শিশুর জন্য। এমজেএফ আলোচনার বিভিন্ন কর্ম-সামাজিক আন্দোলন করে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত সব শিশুকে কাজ থেকে অবহিত করা সম্ভব হয় না। তবে শুধু নিষিদ্ধকরণে কাজ করছে মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা, শিশু অধিকার সংস্থা ও বাংলা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের সাথে মিলে ৩৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে শিশুদের জন্য একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়। এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের নিরাপদ পরিচ্ছন্ন নিশ্চিত করার জন্য দেয়া হয়েছে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশল।

শ্রমিকদের জন্য কর্মস্থলে অনুকূল পরিবেশ তৈরী

এই কর্মসূচির আওতায় এমজেএফ ১১টি সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় পরিবেশ ও প্রতিপক্ষরাদের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। গার্মেন্টস কারখানায় ১লাখ ৩৫ হাজার ২৩৫জন শ্রমিক আলোচনার মাধ্যমে বেতন পেয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এমজেএফ। এরই অংশ হিসেবে মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের পাওনা অর্থপ্রদান, পাওনা ছুটি আদায়, কাজের স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্ন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি, নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম।

এছাড়া সহযোগী সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে এমজেএফ কাজ করছে শ্রম আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে। দরকষা করা যায় এর ফলে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি অসহায় শ্রমিক লাভবান হয়েছে। শ্রম আইন দিয়ে এমজেএফ [illegible] যেমন বঞ্চিত ও অবহেলিত দুই শ্রেণীর শ্রমিকরা তাদের আইনগত অধিকার যেমন কর্মঘণ্টা, ন্যূনতম মজুরি, ছুটিকালীন সুবিধাদি, পরিবারের সম্পর্ক বজায় পেয়েছে ও এসব সুবিধা ভোগ করতে পারছে। এর পাশাপাশি অসহায়দের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ৩৩টি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মানবাধিকার সংগঠনের সাথে পুনর্বাসনের জন্য পূর্নাঙ্গ নিরাপত্তা ও কল্যাণ নীতিমালা তৈরি ও গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং অভিবাসী শ্রমিকরা যেন বৈধভাবে নিরাপদে ও সঠিক নিয়ম মেনে বিদেশ যেতে পারে এই লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কর্মসূচী

নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর বিরুদ্ধে অন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন। এবং এটি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার পথে একটি বড় বাধা। নারীর প্রতি বিদ্যমান সকল বৈষম্য নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করছে অন্যতম এমজেএফ। সর্বমোট বাংলাদেশের ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলার ৩৩৫টি ইউনিয়নের ১৪৮টি গ্রাম ও ১৬টি শহরে ৩২টি সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে মোট ১,৭৪,৯৮৩টি পরিবারকে এই কার্যক্রমে আওতায় সহযোগিতা করছে। এছাড়া এই কর্মসূচির আওতায় ৩৫০০টি কমিউনিটি সংগঠন ও ১২৬টি নাগরিক সংগঠনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং তারও কার্যক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ও সহিংসতার শিকার নারীর আইনগত প্রতিকার লাভের জন্য কাজ ও সংগঠন/প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা শক্তিশালী করা।

আন্দোলনের জন্য ফাউন্ডেশন একটি অনুমোদিত ও আন্তর্জাতিক এবং কার্যকর কৌশল অবলম্বন করেছে। যা সুস্থ বিকাশের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিক্রিয়া, এর কারণ, প্রতিকার ও প্রচলিত বিচারিক প্রতি বাধা দেখা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে কৌশলগত নীতি হলো প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ।

এই কর্মসূচির আওতায় গত ১০ বছরে ২৭১৬৮টি মেয়েকে বাল্য বিয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, ১ লাখ ৩০ হাজার নারী পেয়েছে আইনগত ও স্বাস্থ্য সুবিধা, ৪০০০টি যৌতুকবিহীন বিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

আন্দোলনের জন্য ফাউন্ডেশন ও সহযোগী সংগঠন সমূহ পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ে একটি নতুন আইন প্রণয়ন, বিয়ে-এর পূর্ব অনুমোদন এবং নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিভিন্ন আইন প্রণয়ন আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত।

৩৩১১৯টি নারী সংগঠন, ৩৩১৫৭টি ক্লাব, ৬৪৯৩টি যৌথ ব্যবস্থা, ৩৩১৫৭টি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছে।

২০৩০৮ জন নারী, স্বেচ্ছায় সেবার জন্য শক্তি ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। তারা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রাখছেন। বিশেষ করে যেমনতারা ও অবহেলায় ভুগছে, যৌতুকমুক্ত বিয়ে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, সহযোগিতার আদায়, সেবা আদায়ের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩৫৪৫৫ জন দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারী বিভিন্ন কারণে বিরোধ মীমাংসা করতে আদালতে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, মানবাধিকার, প্রতিবন্ধী হয়ে, আত্মহত্যার পাশাপাশি, সহযোগী সংগঠনসমূহের বিচারপ্রার্থী হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে নিরাপত্তা সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে নারী সেখানে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গত উদীয়মান নারীদের নির্বাচিত প্রায় ১৫০ জন নারী চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হয়েছে ১৯৯৯ জন এবং তৃণমূল পর্যায়ের নিবন্ধনের নারী আইনজ্ঞ, কাউন্সিলর, আইনজীবি ও সাংবাদিকদেরকে পুনর্গঠিত হয়েছে।